কলকাতা হাইকোর্ট

(দেওয়ানী আবেদন এক্তিয়ার)

উপস্থিতঃ

সম্মানীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

এস.এ. ২০২৩-এর ১০

২০১৫-এর ক্যান ১

বিপ্লব বসু

বনাম

মৃত্যুঞ্জয় বসু ও অন্যান্যরা

আপিলকারীর জন্য	:	শ্রী রূপক ঘোষ, আইনজীবী শ্রীমতি সংযুক্তা গুপ্ত, আইনজীবী শ্রী অনুজিৎ মুখার্জি,আইনজীবী
১ নং উত্তরদাতার জন্যঃ	:	শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য, আইনজীবী শ্রীমতি সুদেষ্ণা বসু ঠাকুর, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	:	১০ই আগস্ট, ২০২৩
রায়ঃ	**:**	**৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩**

<u>বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :-</u>

১. এই দ্বিতীয় আপিলটি ২০১২ সালের শিরোনাম আপিল নং ১১৭-এ ১৬ নম্বর অতিরিক্ত জেলা জজ, আলিপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার দ্বারা গৃহীত রায়কে চ্যালেঞ্জ করে যার ফলে ২০১১ সালের শিরোনাম মামলা নং ৬৬-এ আলিপুরের জ্ঞানী দেওয়ানি বিচারক (বরিষ্ঠ ডিভিশন) ৯ম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রিটি নিশ্চিত করা হয়েছে।

২. সুবিধার জন্য, পক্ষগুলিকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে হাজির করা হলে তাদের নাম উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, বাদী মামলার সম্পত্তি ভাগাভাগির জন্য একটি মামলা দায়ের করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, মামলার সম্পত্তির মূল মালিক বিভূতি ভূষণ বসু হলেন মামলার পক্ষগুলির পিতামহ। বিভূতি ভূষণ বসু তাঁর জীবদ্দশায় ১৯ জুন, ১৯৫৭ তারিখে একটি উইল সম্পাদন করেছিলেন

যার মাধ্যমে তিনি তার সম্পত্তি তার স্ত্রী উমা রানী বোসকে উইল করে দিয়েছিলেন। আরও নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যদি উমা রানী বোস তার জীবদ্দশায় সম্পত্তি তার কাছে রাখেন, তাহলে উমা রানীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ৫০% বাদীর কাছে যাবে এবং অবশিষ্ট ৫০% সম্পত্তি যাবে। বিভূতিভূষণ বোসের পুত্র এবং পুত্রবধূ বিমল কান্তি বোস এবং নিভা রানী বোস।

৪. বিভূতি ভূষণের উক্ত উইলটি ১৯৭৭ সালের ২৩৭ নং প্রবেট মামলায় উপযুক্ত আদালত দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল। তবে, উক্ত প্রবেট কার্যধারার সময় উমা রানী বসু ইচ্ছাকৃতভাবে মারা যান এবং উইলের নির্দেশ অনুসারে বিভূতি ভূষণ বসু কর্তৃক প্রদত্ত সম্পত্তির ৫০ শতাংশ বাদীকে দেওয়া হয় এবং বাকি ৫০ শতাংশ তার পিতামাতাকে দেওয়া হয়।

৫. পিতা-মাতার মৃত্যুর পর বাদী ও তার ভাই ও বোনেরা তাদের বাবা-মায়ের অধীনে চলে আসে এবং উত্তরাধিকারের মাধ্যমে যৌথভাবে মামলা সম্পত্তির ৫০ শতাংশ অংশ অর্জন করে। সম্পত্তির যৌথ দখলদারিত্বে অসুবিধা অনুভব করার পরে, বাদী মামলা সম্পত্তিতে তার ৬০ শতাংশ অংশের ১০ শতাংশ পর্যন্ত বিবাদীদের অংশ এবং প্রাথমিক ডিক্রি অনুসারে চূড়ান্ত ডিক্রি দেওয়ার জন্য বিভক্তির জন্য মামলা দায়ের করেন।

৬. বিবাদীরা বাদীতে করা সমস্ত বস্তুগত অভিযোগ অস্বীকার করে পৃথক লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলাটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। বিবাদী নং ১ তার লিখিত বিবৃতিতে ১ অনুচ্ছেদে করা বাদীর যুক্তি স্বীকার করেছে। বাদী এটি দাবি করেছেনঃ-

> "১) ৬০/৮ নং, মহারাজা রাগোর রোড, পি.এস. যাদবপুর, ৯২ নং ওয়ার্ড, কলকাতা-৭০০০৩১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২টি কোট্টা ৯টি ছটাক ৩০ বর্গফুট জমি, যার উপর অবস্থিত কাঠামো বিভূতি ভূষণ বসু তাঁর জীবদ্দশায় কিনেছিলেন এবং

তার পরে তিনি তাঁর নিজের তহবিলে উক্ত জমির উপর একটি তলা পাকা ভবন সংস্কার ও রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সাথে পরম মালিক হিসাবে উক্ত প্রাঙ্গনে বসবাস করছিলেন এবং বলেছিলেন যে বাদী ও বিবাদীদের দাদা বিভূতি ভূষণ বসু ২০.১০.১৯৭১-এ মারা গেছেন "

সেই বিবাদী নং ১-এর উত্তরে বলা হয়েছেঃ-

"অভিযোগ ১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেওয়া বিবৃতি বিবাদী কর্তৃক স্বীকার করা হয়েছে। এটা সত্য যে বিভূতি ভূষণ বসু ৯২ নম্বর ওয়ার্ডের ৬০/৮ নম্বর মহারাজা ঠাকুর রোড, থানা-যাদবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৩১, প্রাঙ্গণে অবস্থিত সম্পত্তির মালিক ছিলেন।"

কিন্তু বিবাদী বাদীর দাবি অস্বীকার করেছেন যে তিনি মামলা সম্পত্তির ৬০ শতাংশ শেয়ার অর্জন করেছেন। প্রতিবাদী নং ১ তাঁর দাদা বিভূতি ভূষণ বোসের উইল কার্যকর করার বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিবাদী অনুসারে সম্পত্তি বাদী এবং বিবাদীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করা উচিত।

৭. বিজ্ঞ বিচারিক আদালত রেকর্ডে থাকা সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত মামলাটি খারিজ করে দিয়েছেন এই কারণে যে বাদী সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত কোনও দলিল উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, বিভূতি ভূষণ বোসের শেষ উইলে প্রদত্ত প্রোবেটটি কোনও স্বত্বাধিকারের দলিল নয় এবং স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে স্বত্ব প্রদান করা যাবে না। সংক্ষুব্ধ বাদী বিজ্ঞ বিচারকের রায় আদায়ের জন্য ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বিজ্ঞ বিচার আদালত ২০১২ সালের ১১৭ নম্বর টাইটেল আপিল আবেদনটি বাতিল করে দিয়েছেন। বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালত বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের মতামত গ্রহণ করেছেন এবং আপিল খারিজ করে দিয়েছেন।

৮. আইনের নিম্নলিখিত প্রশ্নের উপর দ্বিতীয় আপিল গৃহীত হয়ঃ-

১. নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকরা, পক্ষগুলির পিতামহ, অর্থাৎ বিভূতি ভূষণ বোসের দ্বারা মামলায় সম্পত্তি অধিগ্রহণের মূল দলিল না থাকার কারণে, বিভাজনের মামলা খারিজ করে আইনগতভাবে কি আইনগতভাবে ভুল করেছিলেন, যখন পক্ষগুলি এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেনি এবং ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৯৭২ এর ৫৮ ধারার বিধান অনুসারে, স্বীকৃত তথ্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন?

২. নিম্ন আদালতের বিজ্ঞ বিচারকরা, মূলত, প্রোবেটেড উইলের ভিত্তিতে বাদীর অধিকারকে স্বীকৃতি না দিয়ে আইনগতভাবে ভুল করেছেন কিনা, কারণ প্রোবেট পাওয়ার পরে, উইলের অধীনে উত্তরাধিকারীরা এই ধরনের প্রোবেটের ভিত্তিতে তাদের অধিকার দাবি করার অধিকারী, কারণ প্রোবেট কোর্টের আদেশ একটি রায় এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক?

৯. আপীলকারীর আইনজীবী শ্রী রূপক ঘোষ এই বিতর্কিত রায়কে সমর্থন করে বলেন যে, বাদী এই দাবি নিয়ে বিভাজনের জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন যে, বিভূতি ভূষণ বসু সম্পত্তির আসল মালিক ছিলেন, যিনি তাঁর জীবদ্দশায় একটি উইল এবং বিভূতি ভূষণ বসুর শেষ উইল কার্যকর করেছিলেন এবং বাদী উক্ত উইলের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পত্তির অর্ধেক অর্জন করেছিলেন, যা যথাযথভাবে উপযুক্ত আদালত দ্বারা তদন্ত করা হয়েছিল।

১০. প্রদর্শনী-১ হল উইলের অনুলিপি সহ প্রবেট শংসাপত্র বিবাদী নং ১-এর আবেদনের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এটি জমা দেওয়া হয়েছে

শ্রী ঘোষের মতে, বিবাদী সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বসুর মালিকানা সম্পর্কে বাদীর দাবি স্বীকার করেছে। এমনকি বিবাদী এমনকি বিভূতিভূষণ বসুর মালিকানাধীন মামলার সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ ভাগ দাবি করেছে। অতএব, বিচারে সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বসুর মালিকানা সম্পর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোনও সুযোগ ট্রায়াল কোর্টের ছিল না। কিন্তু বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট এই মামলাটি এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেয় যে এই দাবি প্রমাণ করার জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি। শ্রী ঘোষের মতে, যখন পক্ষগুলি ইস্যুতে ছিল না তখন বিচারিক আদালতের এই ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কাজ করা উচিত ছিল।

১১. শ্রী ঘোষ আরও বলেন যে, প্রথম আপিল আদালত বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে। প্রদর্শনী-১ নথিটি উইলের প্রবেট এবং উইলের কার্যধারার রায়টি একটি রায় যা সমগ্র বিশ্বকে আবদ্ধ করে। তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য শ্রী ঘোষ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপর নির্ভর করেন **শ্রী সত্যেন্দ্র নাথ রায়ের (মৃত) ক্ষেত্রে যা শ্রীমতি অরুণা রায় দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল ও অন্যান্যরা বনাম শ্রীমতী ছবি রানী মুন্দ্রা (১৯৯৬) ২ ক্যাল এলটি ৪৬৭**-এ রিপোর্ট করেছিলেন এবং **কানওয়ারজিৎ সিং ধিল্লন বনাম হরদয়াল সিং ধিল্লন ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এআইআর ২০০৮ এসসি ৩০৬**-এ রিপোর্ট করেছিলেন।

১২. শ্রী ঘোষের এই যুক্তি খণ্ডন করে, বিবাদী নং ১ এর বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন যে যদিও বিভূতিভূষণ বোস মামলার সম্পত্তির মূল মালিক ছিলেন, তবুও মামলার সত্যতা প্রমাণ করার দায়িত্ব বাদীর উপর ছিল, কিন্তু বাদী এই দাবির পক্ষে কোনও কাগজপত্র উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন। অতএব, বিজ্ঞ বিচারিক আদালত এবং বিজ্ঞ প্রথম আপিল আদালতের কাছে মামলাটি খারিজ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না।

১৩. শ্রী ভট্টাচার্যের মতে, বিভূতিভূষণ বসুর উপাধি প্রমাণ করার জন্য সাক্ষ্য আইনের ৫৮ ধারার কোনও পদ্ধতি নেই। একটি স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা নথি প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। শিরোনাম ভর্তির মাধ্যমে পাস করা যায় না। তাঁর যুক্তির সমর্থনে শ্রী ভট্টাচার্য **অম্বিকা প্রসাদ ঠাকুর ও অন্যান্যরা বনাম রাম ইকবাল রাই - এ আই আর ১৯৬৬ এসসি ৬০৫**-এ ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন। রিপোর্ট করেছেন, যেখানে এটি বলা হয়েছেঃ-

"১৩. মালিকানার প্রশ্নেও বাদীদের ব্যর্থ হতে হবে। আরজিতে, তাদের মালিকানার দাবির ভিত্তি ছিল (ক) তাদের পূর্বপুরুষ নওরঙ্গ ঠাকুর কর্তৃক ৪২৬ বিঘা ১৮ কাঠা এবং ৯ ধুর জমির দখলদার হিসেবে দখল এবং ১৮৯২ সালের জরিপ কাগজপত্রে তার অধিকারের রেকর্ড এবং (খ) ডুমরাওঁ রাজের সাথে মৌখিক চুক্তি। এই দাবির প্রথম শাখাটি স্পষ্টতই ভুল। ১৮৯২ সালের জরিপ কাগজপত্রে নওরঙ্গ ঠাকুরের ৪২৬ বিঘা ১৮ কাঠা এবং ৯ ধুর জমির দখলদারিত্বের অধিকার লিপিবদ্ধ করা হয়নি। হাইকোর্টে, বাদীদের আইনজীবী স্বীকার করেছেন যে ১৮৯২-১৮৯৩ সালের জরিপের খসরায় বাদীদের শাখাকে প্রায় ১৯ বিঘা জমির ভাড়াটে হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল। মৌখিক চুক্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং এই দাবির দ্বিতীয় শাখাটিও ব্যর্থ হয়েছে। অধস্তন বিচারক বাদীদের মালিকানার দাবির ভিত্তি পরীক্ষা করেননি। বাদীর স্বত্বের পক্ষে তার রায় মূলত (১) মৌখিক সাক্ষ্য, (২) পূর্ববর্তী মামলায় সাক্ষীদের জবানবন্দি, (৩) দখল, (৪) মহারাজার স্বীকারোক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। এই বিষয়ে মৌখিক সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। দালিলিক প্রমাণ দ্বারা দাবিটি সমর্থিত নয়। ১৮৯২, ১৮৯৫, ১৯০৪, ১৯০৯ এবং ১৯৩৭ সালের জরিপ কাগজপত্র মামলার জমিতে বাদীর দখলদারিত্বের দাবিকে সমর্থন করে না। অন্যান্য মামলায় সাক্ষীদের জবানবন্দি বিষয়টিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যায় না। ১৯১১ সালের ২১৭ নং মামলায় আসামী নং ১১. রাম দাস রায়ের জবানবন্দি দুর্বল প্রমাণের মূল্যের। যদিও স্বীকারোক্তি হিসাবে তার বিরুদ্ধে গ্রহণযোগ্য,

অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে এটি গ্রহণযোগ্য নয়। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩৩ এর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অন্যান্য জবানবন্দি এবং সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে ১৯০৯ সাল থেকে বাদীরা এবং তাদের পূর্বপুরুষরা বিতর্কিত জমির মালিক ছিলেন না। ১৯০৯ সালের আগে তাদের মালিকানার মৌখিক প্রমাণ বিশ্বাসযোগ্য নয় এবং আমরা তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নই। ১৯০৯ সালের আগে তাদের মালিকানার গল্পটি দালিলিক প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা হয় না। ১৯১৩ সালের মামলা নং ২৪৭/১০-এ বাদীদের ২৪৪ বিঘা জমির মালিকানা সম্পর্কিত মহারাজার স্বীকারোক্তির বিষয়ে, আমরা দেখতে পাই যে মহারাজা তার লিখিত বিবৃতিতে তার খাস জেরাইটি অধিকার দাবি করেছিলেন এবং বাদীদের পূর্বপুরুষদের কথিত গুজস্ঠ কাষ্ঠ অধিকার অস্বীকার করেছিলেন। মনে হচ্ছে বিহারে 'গুজস্ঠ কাষ্ট' বলতে এমন একটি খাজনার উপর দখল বোঝায় যা বৃদ্ধির জন্য দায়ী নয়। পরবর্তীতে, ১৯১৩ সালের ১০ জুন, তার পক্ষে একটি আবেদন দাখিল করা হয় যেখানে বলা হয় যে বাদীদের পূর্বপুরুষরা বিতর্কিত জমির দখলদার ছিলেন এবং গুজরাট কাশতের অধিকার ছিল। মহারাজা মামলার সাফল্যে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর নিজের স্বার্থে এই স্বীকারোক্তি করা প্রয়োজন ছিল। মামলার বিচার শেষে যখন যুক্তি শুরু হয়েছিল, তখন কিছুটা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে এই স্বীকারোক্তি দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল, মহারাজার লিখিত বিবৃতিটি কখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সংশোধন করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে, এই স্বীকারোক্তির প্রমাণগত মূল্য দুর্বল। এই মামলায় বাদীরা স্পষ্ট অনুদান বা প্রতিকূল দখলের মাধ্যমে ভাড়াটে অধিকার দাবি করেন না। কেবল স্বীকারোক্তির মাধ্যমে মালিকানা পাস করা যায় না। বাদীরা এখন ১৮২৫ সালের রেগুলেশন XI এর ধারা ৪ এর ধারা (১) এর অধীনে মালিকানা দাবি করেন। রেকর্ডে থাকা প্রমাণ এই দাবিটি প্রতিষ্ঠা করে না।

১৪. শ্রী ভট্টাচার্য এল. আর. এস-এর মাধ্যমে **চিরানিয়াল শ্রীলাল গোয়েঙ্কা (মৃত) আইনি প্রতিনিধির দ্বারা বনাম জসজিত সিংহ ও অন্যান্যরা (১৯৯৩) ২ এস. সি. সি ৫০৭** এর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরও নির্ভর করেন যেখানে এটি আদেশ হয়ঃ-

"১৫. ঈশ্বরদেও নারায়ণ সিং বনাম শ্রীমতী কান্তা দেবী ও অন্যান্যরা, এ. আই. আর ১৯৫৪ এস. সি ২৮০ মামলায় এই আদালত রায় দেয় যে, তদন্ত আদালত শুধুমাত্র এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত যে কোনও মৃত ব্যক্তির শেষ উইল এবং টেস্টামেন্ট হিসাবে উপস্থাপিত নথিটি যথাযথভাবে কার্যকর করা হয়েছিল কি না এবং আইন অনুসারে সত্যায়িত হয়েছিল কি না এবং এই ধরনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় উইলকারীর বুদ্ধি ভাল ছিল কি না। কোনও নির্দিষ্ট উইল ভাল বা খারাপ কিনা এই প্রশ্নটি প্রবেট কোর্টের আওতায় আসে না অতএব, একটি প্রোবেট কার্যধারার একমাত্র বিষয় উইলের যথার্থতা এবং যথাযথ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত এবং আদালত নিজেই এটি নির্ধারণ করা এবং মূল উইলটি তার হেফাজতে সংরক্ষণ করা কর্তব্যের অধীনে। উত্তরাধিকার আইনটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কোড যতদূর পর্যন্ত প্রোবেট, অনুদান বা প্রোবেট প্রত্যাখ্যান বা প্রোবেট আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করার প্রশ্ন করা হয়। এটি আইনের বিধানের ফ্যাসিকুলের মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। প্রোবেট আদালত দ্বারা প্রোবেট কার্যধারা আইনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে এবং অন্য কোনও উপায়ে নয় সংযুক্ত উইলের একটি অনুলিপি সহ প্রোবেট মঞ্জুর নির্বাহকের নিয়োগ এবং ইচ্ছার বৈধ বাস্তবায়ন সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এটি ইচ্ছার সত্যতা এবং নির্বাহকের আইনি চরিত্র প্রতিষ্ঠার চেয়ে বেশি কিছু করে না। প্রবেট আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না শিরোনাম বা সম্পত্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন।"

১৫. **চিরানীলাল শ্রীলাল গোয়েঙ্কা (উপরে)** মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেঃ-

> *৩. উপযুক্ত এখতিয়ারের আদালত কর্তৃক রিমে একটি কার্যধারার প্রকৃতির প্রবেট মঞ্জুর। যতক্ষণ না আদেশটি কার্যকর থাকে ততক্ষণ এটি ইচ্ছার যথাযথ প্রয়োগ এবং বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যদি না এটি আইন অনুসারে যথাযথভাবে প্রত্যাহার করা হয়। এটি কেবল আদালতের সামনে করা সমস্ত পক্ষের উপরই নয়, উইল বা দাবি থেকে উদ্ভূত সমস্ত কার্যধারায় অন্যান্য সমস্ত ব্যক্তির উপরও আবদ্ধ এর অধীনে বা এর সাথে সংযুক্ত। প্রবেট কোর্টের সিদ্ধান্ত,*

অতএব, "সম্পত্তির বিরুদ্ধে রায়" বা "বিষয়টির বিরুদ্ধে রায়"। *উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রদত্ত প্রোবেট উইলের বৈধতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় যতক্ষণ না এটি প্রত্যাহার করা হয় এবং প্রোবেট প্রত্যাহারের জন্য নেওয়া কার্যধারা ব্যতীত এটিকে অভিশংসনের জন্য কোনও প্রমাণ গ্রহণ করা যায় না। [৪৬৫ডি/স্লিয়োপার্সন সিং বনাম রামানন্দ প্রসাদ সিং, (১৯১৬) আইএলআর ৪৩ কলকাতা ৬৯৪ পিসি এবং নরভরম জওরাম বনাম জয়বল্লভ হরজিওয়ান, এআইআর ১৯৩৩ বম্বায় ৪৬৯, অনুমোদিত। [৪৬৫ই-এফ]"*

১৬. এটা ঠিক যে, স্বত্বাধিকার স্বীকারোক্তির মাধ্যমে পাস করা যায় না। কিন্তু একই সাথে আমাদের এই বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা উচিত নয় যে এটি একটি সরল সূত্র নয়। অম্বিকা প্রসাদ ঠাকুর (উপরে)-এর ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকার বিরোধের সূত্রপাত ঘটে একটি সম্পত্তির ক্ষেত্রে যেখানে এক পক্ষ দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা দায়ের করে। প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে স্বত্বাধিকার সম্পর্কে স্বীকারোক্তি ছিল কিন্তু কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি। বিজ্ঞ বিচার আদালত মৌখিক প্রমাণ, পূর্ববর্তী মামলার সাক্ষীদের জবানবন্দি, দখল এবং স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বাদীকে সম্পত্তির মালিক বলে রায় দিয়েছে। মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত উক্ত রায়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে যুক্তি শুরু হওয়ার সময় বিচারের শেষে কিছুটা সন্দেহজনক পরিস্থিতিতে স্বীকারোক্তিটি করা হয়েছিল। তবে, হাতে থাকা মামলার তথ্য অম্বিকা প্রসাদ ঠাকুর (উপরে)-এর তথ্য থেকে ভিন্ন। তাই এটিকে নজির হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

১৭. এখানে এই ক্ষেত্রে, নীচের আদালতগুলি একই সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে যে বিভূতি ভূষণ বোসকে মামলা সম্পত্তির মূল মালিক হিসাবে স্বীকার করে বিবাদীদের আবেদন উপেক্ষা করে, ভর্তির ভিত্তিতে মালিকানা বিবেচনা করা যাবে না।

১৮. এই পটভূমিতে, আমি মনে করি স্বীকারোক্তি কী এবং যুক্তি ও সাক্ষ্যপ্রমাণে স্বীকারোক্তির প্রভাব কী তা বোঝা সমীচীন।

১৯. ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৭ ধারার অধীনে ভর্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটি বলছেঃ-

"১৭. ভর্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে- একটি ভর্তি হল একটি বিবৃতি, মৌখিক বা ডকুমেন্টারি যা বৈদ্যুতিন আকারে রয়েছে, যা ইস্যু বা প্রাসঙ্গিক তথ্যের কোনও তথ্য সম্পর্কে কোনও অনুমানের পরামর্শ দেয় এবং যা কোনও ব্যক্তির দ্বারা করা হয় এবং পরিস্থিতিতে,এরপরে উল্লেখ করা হয়েছে। "

২০. ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ-

১৮. কার্যধারায় পক্ষ বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক স্বীকারোক্তি- কার্যধারায় কোনও পক্ষ বা কোনও পক্ষের প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি, যাকে আদালত মামলার পরিস্থিতিতে স্পষ্টভাবে বা অন্তর্নিহিতভাবে অনুমোদিত বলে মনে করে, সেগুলি প্রতিনিধিত্বমূলক চরিত্রে আবেদনকারী দ্বারা গ্রহণ করা হয়।-মামলাগুলিতে পক্ষগুলির দ্বারা প্রদত্ত বিবৃতি, মামলা করা বা প্রতিনিধি চরিত্রে মামলা করা, গ্রহণযোগ্য নয়, যদি না সেগুলি করা হয় যখন পক্ষটি সেই চরিত্র ধারণ করে-

(১) বিষয়-বিষয়ে আগ্রহী পক্ষ-যে ব্যক্তিরা কার্যধারার বিষয়-বিষয়ে কোনও মালিকানাধীন বা আর্থিক স্বার্থ রয়েছে এবং যারা আগ্রহী ব্যক্তিদের চরিত্রে বিবৃতি দেয়, বা

(২) যে ব্যক্তির কাছ থেকে সুদ নেওয়া হয়েছে-যে ব্যক্তিদের কাছ থেকে মামলার পক্ষগুলি মামলার বিষয়-বিষয়ে তাদের আগ্রহ অর্জন করেছে, তারা ভর্তি হয়, যদি সেগুলি ব্যক্তিদের স্বার্থের ধারাবাহিকতার সময় করা হয় বিবৃতি দেওয়া। "

২০. স্বীকারোক্তি হলো একটি পক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের সত্যতার অস্তিত্বের স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি। এটি দুই ধরণের - আবেদনে স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষ্যস্বরূপ স্বীকারোক্তি। আবেদনে স্বীকারোক্তি হলো বিচারিক স্বীকারোক্তি।

২২. এর ৫৮ ধারার অধীনে নির্ধারিত আইন প্রণয়নের আদেশ ভারতীয় সাক্ষ্য আইন যা বলেঃ-

"ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২-এর ৫৮ ধারা

ধারা ৫৮ স্বীকার করা তথ্যগুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই-এমন কোনও কার্যধারায় কোনও সত্য প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যা পক্ষগুলি বা তাদের এজেন্টরা শুনানিতে স্বীকার করতে সম্মত হয়, বা যা শুনানির আগে, তারা তাদের হাতে থাকা কোনও লেখার মাধ্যমে স্বীকার করতে সম্মত হয়, বা যা তাদের যুক্তি দ্বারা স্বীকার করা হয়েছে বলে মনে করা হয় তখন বলবৎ আবেদনের কোনও নিয়ম দ্বারাঃ তবে শর্ত থাকে যে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে স্বীকার করা তথ্যগুলি বলে দাবি করতে পারে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ছাড়া অন্যথায় প্রমাণিত হয়েছে। "

২৩. এখন আসুন আমরা দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম আদেশ VIII বিধি ৫, আদেশ X, আদেশ XV, এবং আদেশ XII নিয়ম ৬ এর অধীনে নির্ধারিত প্রাসঙ্গিক ।

২৪. বিধানগুলি পুনরায় পরিদর্শন করি দেওয়ানি কার্যবিধির অষ্টম আদেশের ৫ নম্বর নিয়মে বলা হয়েছেঃ-

"৫. সুনির্দিষ্ট অস্বীকার।-১/(১) অভিযোগপত্রে সত্যের প্রতিটি অভিযোগ, যা সুনির্দিষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা অস্বীকার করা হয়নি, বা আসামীর আবেদনে স্বীকার করা হয়নি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যতীত স্বীকার করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে স্বীকার করা যে কোনও তথ্যকে এই ধরনের স্বীকারোক্তি ব্যতীত অন্যথায় প্রমাণ করার প্রয়োজন হতে পারেঃ" (আরও শর্ত থাকে যে, এই আদেশের ৩এ বিধির অধীনে প্রদত্ত পদ্ধতিতে অস্বীকার না করা হলে, অভিযোগপত্রে সত্যের প্রতিটি অভিযোগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যতীত গ্রহণ করা হবে ।

[(২) যেখানে বিবাদী কোনও আবেদন দায়ের করেননি, সেখানে আদালতে বাদীতে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করা বৈধ হবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যতীত, তবে আদালত তার বিবেচনার ভিত্তিতে, এই জাতীয় কোনও তথ্য প্রমাণ করার প্রয়োজন হতে পারে।

(৩) উপ-নিয়ম (১) বা এর বিধানের অধীনে তার বিবেচনার প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে উপ-বিধি (২) এর অধীনে, আদালত এই বিষয়টিকে যথাযথ সম্মান করবে।

(৪) যখনই এই নিয়মের অধীনে কোনও রায় ঘোষণা করা হবে, তখন সেই রায় অনুসারে একটি ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং সেই ডিক্রি যে তারিখে রায় দেওয়া হয়েছিল সেই তারিখটি বহন করবে উচ্চারিত।"

২০. দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়মের আদেশ X বলেঃ-

"১.মামলা-মোকদ্দমার প্রথম শুনানিতে আদালত প্রতিটি পক্ষ বা তার উকিলের কাছ থেকে নিশ্চিত করবে যে তিনি বিপরীত পক্ষের অভিযোগ বা লিখিত বিবৃতিতে (যদি থাকে) করা সত্যের অভিযোগ স্বীকার করেন বা অস্বীকার করেন, এবং যে পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সেই পক্ষের দ্বারা স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় ইঙ্গিত দ্বারা স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় না। আদালত এই ধরনের স্বীকারোক্তি এবং অস্বীকার নথিভুক্ত করবে।

[১ক. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির যে কোনও একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়ার জন্য আদালতের নির্দেশ।-স্বীকারোক্তি এবং অস্বীকার নথিভুক্ত করার পরে, আদালত মামলার পক্ষগুলিকে ধারা ৮৯-এর উপ-ধারা (১)-এ নির্দিষ্ট আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির যে কোনও একটি পদ্ধতি বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেবে। পক্ষগুলির বিকল্পের ভিত্তিতে, আদালত পক্ষগুলির দ্বারা বেছে নেওয়া যেতে পারে এমন ফোরাম বা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিতির তারিখ নির্ধারণ করবে।

১খ. সমঝোতামূলক ফোরাম বা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিতি।-যেখানে ১এ নিয়মের অধীনে কোনও মামলা দায়ের করা হয়, পক্ষগুলি মামলার সমঝোতার জন্য সেই ফোরাম বা কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত হবে।

১গ. সমঝোতার প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে আদালতে হাজির হওয়া।-যেখানে ১এ-র অধীনে কোনও মামলা দায়ের করা হয় এবং সমঝোতা ফোরাম বা কর্তৃপক্ষের প্রিজাইডিং অফিসার সন্তুষ্ট হন যে ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিষয়টি নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না, তখন বিষয়টি আবার আদালতে পাঠানো হবে এবং পক্ষগুলিকে নির্ধারিত তারিখে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে।

[২. পক্ষ বা পক্ষের সঙ্গীর মৌখিক পরীক্ষা-(১) মামলার প্রথম শুনানিতে আদালত-

(ক) মোকদ্দমায় বিতর্কিত বিষয়গুলি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে মোকদ্দমার পক্ষগুলি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হওয়া বা আদালতে উপস্থিত হওয়া, যা উপযুক্ত বলে মনে হয়, মৌখিকভাবে পরীক্ষা করবে; এবং

(খ) মামলা সম্পর্কিত যে কোনও বস্তুগত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম যে কোনও ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারে, যার সাথে যে কোনও পক্ষ ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয় বা আদালতে উপস্থিত হয় বা তার উকিল থাকে।

(২) পরবর্তী যে কোনও শুনানিতে, আদালত ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত যে কোনও পক্ষ বা আদালতে উপস্থিত যে কোনও পক্ষ বা মামলা সম্পর্কিত যে কোনও বস্তুগত প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম যে কোনও ব্যক্তিকে মৌখিকভাবে পরীক্ষা করতে পারে, যার সাথে এই জাতীয় পক্ষ বা তার উকিল রয়েছেন।

(৩) আদালত, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, একটি প্রক্রিয়ায় রাখতে পারে এই নিয়মের অধীনে পরীক্ষা উভয় পক্ষের দ্বারা প্রস্তাবিত প্রশ্ন।] "

২৬. দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম আদেশ XV বলেঃ-

১. বিরোধপূর্ণ নয় এমন পক্ষগুলি–

(১) যেখানে কোনও মামলার প্রথম শুনানিতে মনে হয় যে আইন বা বাস্তবতার কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে পক্ষগুলি কোনও ইস্যুতে নেই, আদালত অবিলম্বে রায় ঘোষণা করতে পারে।

২ [(১) যেখানে একের চেয়ে বেশি বিবাদী রয়েছে এবং বিবাদীদের মধ্যে কেউ আইন বা সত্যের কোনও বিষয়ে বাদীর সাথে বিবাদে নেই, আদালত অবিলম্বে এই ধরনের বিবাদীকে পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিতে পারে এবং মামলাটি কেবল অন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে।

(২) যখনই এই নিয়মের অধীনে কোনও রায় ঘোষণা করা হবে, তখন সেই রায় অনুসারে ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং ডিক্রিটি সেই তারিখ বহন করবে যে তারিখে রায় ঘোষণা করা হয়েছিল।

৩. ইস্যুতে দলগুলি-(১) যেখানে পক্ষগুলি আইন বা সত্যের কোনও প্রশ্নের বিষয়ে ইস্যুতে রয়েছে এবং আদালত দ্বারা বিষয়গুলি তৈরি করা হয়েছে যেমন এখানে আগে সরবরাহ করা হয়েছে, যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে আর কোনও যুক্তি বা প্রমাণ নেই যে পক্ষগুলি একবারে করতে পারে পর্যাপ্ত হতে পারে এমন বিষয়গুলির উপর সংযোজন প্রয়োজন।

মামলার সিদ্ধান্তের জন্য, এবং যে মামলাটি নিয়ে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়ার ফলে কোনও অবিচার হবে না, আদালত এই জাতীয় বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে এগিয়ে যেতে পারে এবং যদি সিদ্ধান্তের জন্য তার উপরের অনুসন্ধানটি যথেষ্ট হয়, তবে সেই অনুযায়ী রায় ঘোষণা করতে পারে যে সমনটি কেবল বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য বা মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য জারি করা হয়েছে কিনাঃ তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে কেবল বিষয়গুলির নিষ্পত্তির জন্য সমন জারি করা হয়েছে, সেখানে পক্ষ বা তাদের উকিলরা উপস্থিত থাকে এবং তাদের মধ্যে কেউই আপত্তি করে না।

(২) যদি সিদ্ধান্তের জন্য ফলাফল যথেষ্ট না হয়, তা হলে আদালত মামলার পরবর্তী শুনানি স্থগিত রাখবে এবং এই ধরনের আরও সাক্ষ্য উপস্থাপনের জন্য বা মামলার প্রয়োজনীয় আরও যুক্তির জন্য একটি দিন নির্ধারণ করবে।

৪. সাক্ষ্য উপস্থাপন করতে ব্যর্থতা-মামলাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সমন জারি করা হয়েছে এবং যে কোনও পক্ষ তার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই ব্যর্থ হয়েছে, আদালত অবিলম্বে রায় ঘোষণা করতে পারে, অথবা, যদি উপযুক্ত বলে মনে করে, বিষয়গুলি তৈরি ও রেকর্ড করার পরে, মামলাটি তার এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য স্থগিত করতে পারে এই ধরনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত। "

২৭. দেওয়ানী কার্যবিধি অধিনিয়ম আদেশ XII (৬) উল্লেখ করেঃ-

"৬. স্বীকারোক্তি বিষয়ে রায়–

(১) যেখানে মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে আবেদনপত্রে বা অন্য কোনওভাবে সত্যের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, আদালত মামলার যে কোনও পর্যায়ে, কোনও পক্ষের আবেদনের ভিত্তিতে বা তার নিজস্ব প্রস্তাবের ভিত্তিতে এবং পক্ষগুলির মধ্যে অন্য কোনও প্রশ্নের নির্ধারণের জন্য অপেক্ষা না করে, এই ধরনের স্বীকারোক্তি বিবেচনা করে, এই ধরনের আদেশ দিতে বা এমন রায় দিতে পারে যা সে উপযুক্ত মনে করতে পারে।

(২) যখনই উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোনও রায় ঘোষণা করা হবে তখন রায় অনুসারে একটি ডিক্রি তৈরি করা হবে এবং ডিক্রিটি সেই তারিখ বহন করবে যে তারিখে রায় দেওয়া হয়েছিল উচ্চারিত। "

২৮. উপরে উল্লিখিত বিধানগুলি প্রমাণ করে যে ভর্তির পরেও রায় দেওয়া যেতে পারে। যদি দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ X এর অধীনে মামলার প্রথম শুনানির সময় দেখা যায় যে পক্ষগুলি ইস্যুতে নেই, তাহলে দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XV বিধি 1 এর অধীনে রায় ঘোষণা করা যেতে পারে। দেওয়ানি কার্যবিধির আদেশ XII বিধি 6 হল ভর্তির বিষয়ে রায় ঘোষণার আরেকটি নির্ধারিত পদ্ধতি। যদি এই বিধানগুলি অনুসরণ করা হয়, তাহলে মামলার কার্যক্রম স্বল্পস্থায়ী হবে।

২৯. এখানে বিবাদী লিখিত বিবৃতিতে কেবল বিভূতি ভূষণ বোসের মালিকানা সম্পর্কে বাদীর অনুচ্ছেদ ১-এ থাকা বিরোধই স্বীকার করেননি, বরং তাদের দাদা বিভূতি ভূষণ বোসের মালিকানাধীন সম্পত্তির ১/৫ ভাগ অংশ দাবি করেছেন, এই বলে যে, তিনি কোনও উইল সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। অতএব, অম্বিকা প্রসাদ ঠাকুর (উপরে) মামলায় ঘোষিত রায় বিবাদীদের কোনও উপকারে আসবে না।

৩০. প্রবেট কার্যধারায় ঘোষিত রায় হল রেম-এর একটি রায়। ১৮৭২ সালের ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৪১ নং ধারায় বলা হয়েছেঃ-

> *"৪১. প্রোবেট, ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিছু রায়ের প্রাসঙ্গিকতা- প্রোবেট, বৈবাহিক অ্যাডমিরাল্টি বা দেউলিয়া অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও উপযুক্ত আদালতের চূড়ান্ত রায়, আদেশ বা ডিক্রি, যা কোনও ব্যক্তিকে কোনও আইনি চরিত্র প্রদান করে বা কেড়ে নেয়, বা যা কোনও ব্যক্তিকে কোনও নির্দিষ্ট চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করে, বা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়, কোনও নির্দিষ্ট জিনিসের অধিকারী বলে ঘোষণা করে, যখন এই জাতীয় কোনও আইনি চরিত্রের অস্তিত্ব বা এই জাতীয় কোনও জিনিসে কোনও ব্যক্তির উপাধি প্রাসঙ্গিক হয় এই ধরনের রায়, আদেশ বা ডিক্রি চূড়ান্ত প্রমাণ-যে কোনও আইনি চরিত্র, যা এই ধরনের রায়, আদেশ বা ডিক্রি কার্যকর হওয়ার সময় অর্জিত হয়; যে কোনও আইনি চরিত্র, যার জন্য এটি কোনও ব্যক্তিকে যোগ্য বলে ঘোষণা করে,সেই ব্যক্তির কাছে সেই সময়ে উপার্জিত যখন এই ধরনের রায়, ১/অগ্রদূত*

বা ডিক্রি] ঘোষণা করে যে এটি সেই ব্যক্তির কাছে অর্জিত হয়েছে; ৩/আদেশ বা ডিক্রি ঘোষণা করে যে এটি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে অর্জিত হয়েছে; "যে কোনও আইনি চরিত্র যা এটি কেড়ে নেয় সেই সময়ে বন্ধ হয়ে যায় যে থেকে এই ধরনের রায়, ১ [আদেশ বা ডিক্রি] ঘোষণা করে যে এটি বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়া উচিত; ৩/আদেশ বা ডিক্রি ঘোষণা করে যে এটি বন্ধ হয়ে গেছে বা বন্ধ হওয়া উচিত; এবং যে কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও ব্যক্তির অধিকারী বলে ঘোষণা করে তা সেই ব্যক্তির সম্পত্তি ছিল যে সময় থেকে এই ধরনের রায়, ১/আদেশ বা ডিক্রি ঘোষণা করে যে এটি তার সম্পত্তি ছিল বা হওয়া উচিত ছিল। ৩/আদেশ বা ডিক্রি ঘোষণা করে যে এটি তার সম্পত্তি ছিল বা হওয়া উচিত ছিল।

৩১. ১৯৯১ সালে প্রবেট মঞ্জুর করা হয়েছিল এবং এটি প্রত্যাহারের জন্য কোনও প্রক্রিয়া ছিল না। উইলের নির্বাহক ছিলেন উইলকারীর কন্যা এবং অনুমান করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তিনি উইলকারীর পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে সম্পত্তিগুলি ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে তার বাধ্যবাধকতা পালন করেছেন। সুতরাং বাদী উইলকারী উত্তরাধিকারের মাধ্যমে সম্পত্তি অর্জন করেছেন বলে মনে হয়। নথি, প্রদর্শনী-৭ এই সত্যকে সমর্থন করছে কারণ বাদী তার নাম পেয়েছে মামলার সম্পত্তির ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারী হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

৩২. **এআইআর ১৯৭৪ এসসি ৪৭১-এ রিপোর্ট করা নাগিন্দাস রামদাস বনাম দলপতরাম ইচারাম ও অন্যান্যরা**-এ মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেনঃ-

> *"স্বীকারোক্তি, যদি সত্য এবং স্পষ্ট হয়, তবে স্বীকৃত তথ্যের সর্বোত্তম প্রমাণ- সাক্ষ্য আইনের ৫৮ ধারার অধীনে গ্রহণযোগ্য আবেদন বা বিচারিক ভর্তিতে ভর্তি, মামলার শুনানির সময় বা তার আগে পক্ষ বা তাদের এজেন্টদের দ্বারা করা, প্রমাণমূলক ভর্তির চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে। ভর্তির পূর্ববর্তী শ্রেণীটি সেই পক্ষের উপর সম্পূর্ণরূপে বাধ্যতামূলক যা তাদের তৈরি করে এবং প্রমাণের ছাড় গঠন করে। তারা নিজেরাই পক্ষগুলির অধিকারের ভিত্তি তৈরি করতে পারে অন্যদিকে হাতে, প্রমাণমূলক ভর্তি যা বিচারে গ্রহণযোগ্য*

প্রমাণ হিসাবে, নিজেরাই চূড়ান্ত নয়। তারা হতে পারে ভুল দেখানো হয়েছে।"

৩৩. নীচের শিক্ষিত আদালতগুলি ভর্তি এবং তার পরিণতি সম্পর্কিত আইনের এই বিধানটিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে। এখানে এই ক্ষেত্রে, পক্ষগুলি মূলত তাদের পিতামহ বিভূতি ভূষণ ঘোষের মালিকানাধীন সম্পত্তির উপর অধিকার, মালিকানা এবং সুদ দাবি করে আসছে, একমাত্র বিরোধ হল সম্পত্তির পক্ষগুলির অংশীদারিত্বের পরিমাণ। নীচের শিক্ষিত আদালতগুলি এই ভিত্তিতে মামলাটি খারিজ করতে পারত না যে বিভূতি ভূষণ বসুর মালিকানা নথি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৩৪. অতএব, আমার বিনীত মতে, প্রথম আপিল আদালত আবেদনটি খারিজ করে দিয়ে এবং এর মাধ্যমে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায়কে নিশ্চিত করে ভুল করেছে। অতএব, বিতর্কিত রায়টি কার্যকর থাকতে দেওয়া উচিত নয়। ফলস্বরূপ, আপিলটি সফল হয়। বিতর্কিত রায়টি বাতিল করা হয়। বিদ্বান বিচারিক আদালত কর্তৃক গৃহীত রায়টিও ফলস্বরূপ বাতিল করা হয়। মামলাটি পূর্বোক্ত হিসাবে প্রাথমিক আকারে জারি করা হয়।

৩৫. উপযুক্ত আদালত কর্তৃক প্রোবেট মঞ্জুর হওয়ার ফলে, বাদী 'টেস্টামেন্টারি উত্তরাধিকারের মাধ্যমে মামলা সম্পত্তির অংশ অর্জন করেছেন এবং উত্তরাধিকারের মাধ্যমে তার পিতামাতার কাছ থেকে অবশিষ্ট অর্ধেক অংশের এক-পঞ্চমাংশও অর্জন করেছেন এবং বিবাদীরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকারের মাধ্যমে বা অন্য কথায় বাদী মামলা সম্পত্তির মোট ৬০ শতাংশ অংশ অর্জন করেছেন এবং বিবাদীরা যৌথভাবে ৪০ শতাংশ অর্জন করেছেন।

৩৬. পক্ষগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে সম্পত্তিটি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মেট এবং সীমানা দ্বারা বিভক্ত করা হবে, যতদূর পর্যন্ত তাদের নিজ নিজ দখল বজায় রাখা হবে ২ মাসের মধ্যে ব্যবহারযোগ্য, যা ব্যর্থ হলে পক্ষগুলি করতে পারবে

প্রাথমিক ডিক্রি অনুসারে সীমানা এবং সীমানা অনুসারে বিভাজন কার্যকর করার জন্য এবং চূড়ান্ত ডিক্রি জারি করার জন্য আদালতের প্যানেলে প্লেডার কমিশনার বা জরিপে জ্ঞানসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করার জন্য বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্টের কাছে আবেদন করুন। ফলস্বরূপ, আপিল অনুমোদিত। ২০১১ সালের টাইটেল মামলা নং ৬৬ এবং ২০১২ সালের টাইটেল আপিল নং ১১৭ উভয় ক্ষেত্রেই প্রদত্ত রায় বাতিল করা হল। মুলতুবি থাকা আবেদনও নিষ্পত্তি করা হল।

৩৭. বিভাগকে তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে ডিক্রি তৈরি করতে এবং রায়ের অনুলিপি সহ নিম্ন আদালতের রেকর্ডটি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৩৮. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পর পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করতে হবে।

৩৯. প্রত্যেক মামলাকারীর দ্রুত ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অতএব, দেওয়ানি বিরোধের বিচারকারী বিচার আদালতগুলিকে দেওয়ানি কার্যবিধিতে বর্ণিত পদ্ধতিগুলির প্রতি সচেতন থাকতে হবে এবং দ্রুত ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে পদ্ধতিগত আইন ব্যবহার করতে হবে। দ্রুত ন্যায়বিচার প্রদানের লক্ষ্য নিশ্চিত করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির দশম আদেশের বিধানটি এমন একটি মৌলিক এবং কার্যকর উপায়, যা অবশ্যই যত্ন সহকারে অনুসরণ করতে হবে এবং যথাযথ ক্ষেত্রে বিচার আদালতকে মামলা মোকদ্দমার আয়ু সংক্ষিপ্ত করার জন্য দেওয়ানি কার্যবিধির পঞ্চদশ আদেশ বা দ্বাদশ আদেশের বিধি ৬-এর বিধান আহ্বান করতে হবে।

৪০. বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে তিনি জেলা বিচার বিভাগের সকল সদস্যের কাছে রায়ের অনুলিপিটি তথ্য এবং সম্মতির জন্য বিতরণ করুন।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal